২। ## অশ্বঘোষ (৮০৩)

ভূমিকা:- প্রাক- কালিদাসীয় যুগের কবি রূপে অশ্বঘোষের নাম সর্বজন বিদিত। তিব্বতের প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে অশ্বঘোষ জাতিতে ব্রাহ্মন ছিলেন। পরে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্ত হয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল সুবর্ণ আক্ষী এবং জন্মস্থান ছিল সাকেত। তিনি বিভিন্ন নামে সুবিদিত ছিলেন। আচার্য মহাবাদী, ভদন্ত, মহাকবি, প্রভৃতি বিশেষনে তিনি ভূষিত ছিলেন।

■ **অশ্বঘোষের কাল/সময়কাল:-** তিনি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের সম্রাট / রাজা কুষান রাজ কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন।

■ **অশ্বঘোষের রচনাসম্ভার:-** অশ্বঘোষ রচিত গ্রন্থগুলি হল —

- মহাকাব্য - বুদ্ধচরিত সৌন্দরনন্দ নামে দুটি মহাকাব্য।
- রূপক — সারিপুত্র প্রকরন হল প্রকরন জাতীয় রূপক।
- স্তোত্রকাব্য — গণ্ডীস্তোত্র~~গাথা~~ গাথা নামক স্তোত্র জাতীয় খন্ডকাব্য বা গীতিকাব্য।
- অশ্বঘোষ নামে প্রচলিত রচনা — বজ্রসূচী, সূত্রালঙ্কার ও মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত রচনা।

■ **বুদ্ধচরিত:-** অশ্বঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কৃতির নিদর্শন হল বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য। গ্রন্থটির সর্গসংখ্যা সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর মতে বুদ্ধচরিত ২৮টি সর্গে নিবদ্ধ। তিব্বতী ভাষার অনুবাদে ২৮টি সর্গের অনুবাদ পাওয়া যায়। ভারতে উপলভ্যমান বুদ্ধচরিতে ১৭টি সর্গ পাওয়া যায়।

রূপেও অশ্বঘোষের প্রসিদ্ধি সর্বাধিক। তাঁর রচিত শারিপুত্রপ্রকরণ নয় অঙ্কের প্রকরণ জাতীয় । তবে এর খণ্ডাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। ল্যুডার্সের সম্পাদনায় সেই খণ্ডাংশ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে বুদ্ধের নিকট শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ এই প্রকরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

■ <u>গণ্ডীস্তোত্র গাথা :-</u> অশ্বঘোষ রচিত গণ্ডিস্তোত্র গাথা ২৯টি শ্লোকে নিবদ্ধ একমাত্র গীতি কাব্য। শ্লোকগুলি স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত। বৌদ্ধ মঠে গণ্ডী নামক এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র রাখা হত। তাতে কাঠের আঘাতের দ্বারা সুমধুর ধ্বনি সৃষ্টি হত, যা বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। সেই ধ্বনির অমর্ত্য আবেদন ও গণ্ডীনামক বাদ্য-যন্ত্রের প্রশংসা হল এই কাব্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

■ <u>বজ্রসূচী :-</u> এই গ্রন্থটি অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত সামাজিক বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র বিষয় এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

■ <u>সূত্রালংকার :-</u> অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত অপর একটি গ্রন্থ। এর মূল সংস্কৃত গ্রন্থ উপলভ্য নেই। চীনা ভাষায় কুমারজীবের অনুবাদ পাওয়া যায়।

■ <u>মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র :-</u> বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্য এই গ্রন্থে সূত্রাকারে উপন্যস্ত হয়েছে। গ্রন্থটিতে অশ্বঘোষের জীবনে উপলব্ধি অভিব্যক্ত হয়েছে বলেই অনুমিত হয়।

<u>উপসংহার :-</u> অশ্বঘোষ ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। কবি ক্রান্তদর্শনের সঙ্গে দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টির সংযোগ ঘটেছে তাঁর রচনায় তাই কাব্যের মননকলার সঙ্গে সদ্ধর্মের উপদেশের সমন্বয় তাঁর রচনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

প্রবঞ্চক শত্রুর প্রতি যে শঠতা তা হল করে না, তিনি নিতান্তই বস্তুত বুদ্ধিবর্জিত - ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ।

প্রবিশ্য হি ঘ্নন্তি শঠাস্তথাবিধানসংবৃতাঙ্গান নিশিতা ইবেষবঃ॥

দ্রৌপদীর তীক্ষ্ণবাস্তব বুদ্ধি এবং নীতিজ্ঞানের আরো পরিচয় পাওয়া যায় তখন তিনি নৃপতি যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, যে ব্যক্তির ক্রোধ নিষ্ফল নয়, তিনিই কেবল সকল বিপদের বিনাশ অর্জন করতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধাতিরিক্ত তিনি মিত্র হলেও যেমন লোকে তাকে সমাদর করে না, শত্রু হলেও কেউ তাকে ভয় করে না, অমর্ষশূন্যেন নজাতহার্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ।

অতঃপর দ্রৌপদী নৃপতি যুধিষ্ঠিরের এবং তাঁর অনুজগণের বনবাসের দুর্দশার সঙ্গে রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সৌভাগ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করার জন্য বলেছেন- 'বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।' তথাপি আপনার অনেক বিপদের কথা চিন্তা করে আমার মন ব্যথিত হচ্ছে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্রিয়োচিত তেজ ও বিক্রম অবলম্বন করতে বলেন, কেননা নিষ্কাম মুনিগণ কেবলমাত্র ষড়রিপুকে সংযত করেই সিদ্ধিলাভ করে থাকে, কিন্তু নৃপতিগণ নয়। ক্ষত্রিয় নৃপগণ কামাদি ষড়রিপুকে সংযত রাখলেও প্রয়োজনে ক্রোধবহ্নিকে উদ্দীপ্ত করাও রাজার কর্তব্য।

দ্রৌপদী নৃপতি যুধিষ্ঠিরকে আরো বলেন যে তিনি যেন সিংহাসন উপকরণ শস্ত্রাদি বর্জন করে মস্তকে জটাধারণপূর্বক বনে বাস করে নিয়ত ও নিয়মিত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি অর্পন করেন। জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্। এ সকল উক্তি নিতান্ত পরিহাসের

■ কালিদাসের নাটক ত্রয়:- কালিদাস মূলত কবি হলেও নাট্য সাহিত্যে সমান দক্ষতায় তাঁর পদসঞ্চার সকলকে বিস্মিত করে। মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞান শকুন্তল তিনটি নাটকেই কবি প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের তিন নাটকের ক্রম পরিণতি নাট্য প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখে মনে হয় যে মহাকবি কালিদাসে নাট্যপ্রতিভার বীজ মালবিকাগ্নিমিত্রে বপন করা হয়েছে, বিক্রমোর্বশীয়ে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলে পল্লবিত হয়েছে পুষ্প ফল সমৃদ্ধ বিশাল মহীরূহে।

■ মালবিকাগ্নিমিত্র:- মূলত উপরূপক শ্রেণীর নাটিকা এতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। নাটিকায় চারটি অঙ্ক থাকার কথা কিন্তু সমালোচকেরা দ্বিতীয় অঙ্কটিকে উপসংহার রূপেই গ্রহণ করেছেন। এর জন্য এই দুটি অঙ্ককে একটি অঙ্ক রূপে পরিগণনা করেছেন। এখানে বিদিশা অধিপতি অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিদর্ভ রাজকন্যা মালবিকার প্রণয় ও পরিণয় এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের মূল বিষয় বস্তু। বিদর্ভের রাজকন্যা মালবিকা দস্যু হস্তে পড়ে ঘটনাচক্রে অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে রাজমহিষী ধারিণীর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন।

ধারিণী তার নৃত্য ও ললিত কলার শিক্ষা ব্যবস্থা করে দেন। তিনি তাকে রাজা অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখতে চাইলেও রাজা মহিষীর পাশে চিত্রিতা সুন্দরী মালবিকাকে দেখে মুগ্ধ হন। বিদূষক গৌতমের সহায়তায় মালবিকার নৃত্য কলা দেখে রাজা তার প্রতি আসক্ত হন। অগ্নিমিত্র ও মালবিকার গোপন প্রণয়ের দৃশ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয় রানি ইরাবতী রাজাকে তিরস্কার করেন এবং বিদূষক ও মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। বিদর্ভ থেকে আগত দূত প্রদত্ত উপঢৌকন এবং শিল্পকলায়

উৎকর্ষ:- অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে সর্বাতিশয় ও কালজয়ী সৃষ্টি। নায়িকা চরিত্রে ক্রমিক পরিণতি এখানে লক্ষণীয়। সরলা, লজ্জাশীলা তপবনবালা শকুন্তলা পঞ্চম অঙ্কের প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে নারীর আত্ম প্রভাবে পরিপূর্ণা, সপ্তম অঙ্কে বিরহ ব্রত চারিণি, আদর্শ সহধর্মিনি, কবি কল্পিত দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত নাটকটি আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। মর্তের চঞ্চল তনয়াকে, স্বর্গের কামকামীকে অভিশাপের মধ্যমে বিচ্ছেদের বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করে মহাকবি প্রেমকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মঙ্গল মাধুর্যে উন্নীত করেছেন।

5) নাটকে ভবভূতি অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

=> **ভূমিকা:-** সংস্কৃত সাহিত্য জগতে কালিদাসের পরে নাট্যকার হিসাবে যে নামটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত তিনি হলেন মহাকবি ভবভূত।

ভবভূতির কাল:- ভবভূতির রচনা থেকে তার কিঞ্চিত আত্মপরিচয় জানা যায়। তিনি সম্ভবত বিদর্ভের পদ্মপুরে জন্মগ্রহন করেন। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মন ছিলেন তাঁর পিতার নাম নীলকন্ঠ এবং পিতামহের নাম ভট্ট গোপাল। তার মাতার নাম ছিল যাতুকর্ণী ভগবতীর প্রকৃত নাম ছিল শ্রীকন্ঠ এবং পিতামহের নাম ভট্টগোপাল তার মাতার নাম জাতুকর্ণী

ভগবতীর প্রকৃত নাম ছিল শ্রীকন্ঠ, কিন্তু শিবের উপাসক বলে তিনি ভগবতির আখ্যা লাভ করেন, পন্ডিতদের মতে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে বা শেষ ভাগ বা অষ্টম শতকে প্রথম ভাগেই

প্রতি প্রেমাসক্ত হলেন তিনি। অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই উভয়ে পরস্পর প্রতি অনুরক্ত হলেন। অন্যদিকে ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীকে চলে যেতে হলো স্বর্গে। সেখানে 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' লক্ষ্মীর ভূমিকায় উর্বশী অভিনয় কালে ভুলবশত পুরুষোত্তম নামের পরিবর্তে পুরূরবার নাম বলেন। এতে নাট্যাচার্য ভরতের অভিশাপে মর্তে আসেন এবং পুরূরবার বধূরূপে মর্তে বসবাস করতে লাগলেন। তবে ইন্দ্রের শর্ত ছিল পুরূরবা উর্বশীর গর্ভজাত সন্তানের মুখ দর্শন করলে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। উর্বশী ও পুরূরবা দীর্ঘকাল সুখে অতিবাহিত করলেন। ইতিমধ্যে উর্বশী তার গর্ভজাত সন্তানকে এক ঋষির আশ্রমে গোপনে রাখলেন। গন্ধমাদন পর্বতে বিহারকালে একদিন পুরূরবার প্রতি ক্রোধ বশত অভিমানিনী উর্বশী নিষিদ্ধ কুমারবনে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হন। উর্বশীর বিরহে প্রেমে উন্মত্ত রাজা প্রিয়তমা অন্বেষণে বিলাপ করতে করতে এক দৈববাণ এবং একটি বিস্ময় লতাকে আলিঙ্গন করা মাত্র সঙ্গমনী ও মণির স্পর্শে লতাটি উর্বশী রূপ ধারণ করে। অনাবিল আনন্দের মধ্যে একদিন নেমে এল চরম বিষাদ রাজা পুত্র মুখ দর্শন করে প্রিয়তমার আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যখন ব্যাকুল তখনই দেবর্ষি নারদ এসে ইন্দ্র প্রেরিত বার্তা নিবেদন করলেন। দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রের প্রধান সহায় পুরূরবার জয়ের পুরস্কার ও উর্বশী আজীবন সুখে সংসার করতে পারবেন।

■ <u>নাটকের উৎকর্ষ:-</u> উর্বশী পুরূরবার বিয়োগান্ত পুরাবৃত্তকে কালিদাস তার এই নাটকে মিলন পর্যবসায়ী করে তুলেছেন উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ, সঙ্গমনীয় অবতারণায় প্রভৃতি ঘটনা নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত রিকবেদ- পুরাণাদিতে এই কাহিনি

4) নাট্যকার কালিদাসের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

=> ভূমিকা :- ব্যাস, বাল্মীকির পরেই ভারতবর্ষে যে কবির নাম পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়, যাঁর রচিত কাব্য ও নাটকে সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত তিনি ভারতে কবিকুল শিরোমণি, বাণীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস।

■ কালিদাসের কাল :- কালিদাসের সময়কাল নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — " হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। পন্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"

কোন শুভ লগ্নে ভারতবর্ষের কোন জনপদে এই ক্ষণজন্মা কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে পন্ডিতগণের বাদ বিবাদের মধ্যে দিয়ে স্থির করা হয়েছে। যে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত থেকে কুমারগুপ্তের স্থিতি কালের মধ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যে সুবর্ণযুগেই কালিদাসের আবির্ভাব কাল।

■ কালিদাসের রচনাবলি :- কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ-এর অধিক হলেও মহাকবির কবি মানসিকতার গৌরব উজ্জ্বল পরিচয় নিহিত আছে তার সাতটি কবিকৃতির মধ্যে,

(i) মহাকাব্য — কুমার সম্ভব ও রঘুবংশম নামক দুটি মহাকাব্য।

(ii) গীতিকাব্য — ঋতুসংহার ও মেঘদূত নামক দুটি গীতিকাব্য।

(iii) নাটক — মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক তিনটি দৃশ্য কাব্য।

নিপুণা পরিচারিকা সহ রাজার আশ্রয়প্রার্থী। তারা মালবিকাকে দেখে রাজকুমারীরূপে চিনতে পারেন। মালবিকার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর সংবাদ আসে যে অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে জয়ের অশ্ব নিয়ে ফিরে আসেন। এই আনন্দের মুহূর্তে দেবী ধারিণী মালবিকাকে বধূ রূপে অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণ করেন। নায়ক নায়িকার শুভ মিলনে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে।

◪ <u>নাটকের উৎকর্ষ</u> :- নাটকটি ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে ভিত্তি করে রচিত। শুঙ্গ বংশের তিন রাজা — পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, অগ্নিমিত্রের সামন্ত বাহতক, রাজ শ্যালক বীরসেন, বিদর্ভরাজ যোগ্য সেন ও তার জ্ঞাতি ভ্রাতা মাধব সেন এই সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র দ্বারা সম্পূর্ণ কাহিনি কবি কল্পিত।

◪ <u>বিক্রমোর্বশীয়</u> :- কালিদাসের রচিত ত্রোটক জাতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠী স্বর্গের উর্বশী ও মর্ত্যের রাজা পুরুরবার প্রণয় কাহিনীই এই নাটকে মূল উপজীব্য। পৃথিবী পতি পুরুরবা সূর্য পূজা করে পৃথিবীতে ফিরে আসছিলেন অপরদিকে কৈলাসে শিব পূজা করে ফিরছিলেন অপ্সরাদের সাথে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী মাঝপথে কেশী দানব সহচরী, চিত্রলেখাসহ উর্বশীকে অপহরণ করে পালিয়ে যায়। অতপর অপ্সরাদের আর্তচিৎকারে উনি সাড়া দেন। হেমকূট চূড়ায় অপ্সরাদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি কেশীকে পরাজিত করে সহচরী সহ উর্বশীকে মুক্ত করে আনেন। রথে মূর্চ্ছিতা উর্বশীর অলৌকিক লাবণ্য শ্রী রূপে মুগ্ধ হলেন পুরুরবা। জ্ঞান লাভ করে উর্বশীও পুরুরবার অপরূপ রূপে প্রথম দেখাতেই পুরুরবার

মত মোনালে ও মনুষ্যতে নির্মম ভাবে লাঞ্ছিতা। নির্যাতিতা ও অবহে
দ্রৌপদীর এ কথাগুলি যে তাঁর গভীর মর্মবেদনা অনুপ্রাণিত সে বিষয়ে
কোন সন্দেহ নেই। পরিশেষে দ্রৌপদী সুদক্ষ রাজনীতিবিদের মত
যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে শত্রু যখন চরম ঔদ্ধত্যপরায়ন, আর নৃপতি
যুধিষ্ঠির যখন প্রভূত বিক্রমশালী, তখন নৃপতিগন শত্রুর সঙ্গে
সন্ধিস্থিত সন্ধি ভোগ করে থাকেন।

"ন সময় পরিরক্ষণং ক্ষমং তে নিকৃতিপরেষু পরেষু ভূরিধাম:।

অরিষু হি বিজয়ার্থিনঃ ক্ষিতীশার বিদধতি সোপধি সন্ধিদূষণানি"

দ্রৌপদীর উক্তির আলোকে বিচার করে বলা যায়। এমন যুক্তিনিষ্ঠা
নারীচরিত্রে বিরল। তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে একই সঙ্গে আছে
ক্ষাত্রতেজের উজ্জ্বল দীপ্তি, অবমাননার গ্লানি, স্বজনদের প্রতি সমবেদনা
ও সহানুভূতি, আর সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিশে আছে প্রতিহিংসার
জ্বালা।

দ্রৌপদী চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে অনেকগুলি পরস্পর
বিপরীতধর্মী গুন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন - তিনি প্রতিটি তীক্ষ্ণ
বাক্যবান যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রয়োগ করে এক দিকে বিদ্রোহিনী রমনীর
ভূমিকা পালন করেছেন আবার অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরকে পুন:অধিষ্ঠিতায়
যশোধিনা: নরদের প্রভৃতি বিশ্লেষনে বিশ্লেষিত করে শ্রদ্ধাশীলা
ভক্তিমতী পত্নীর ভূমিকা ও পালন করেছেন।

মুখ্যত: মহাকবি ভারবি দ্রৌপদীর উক্তি
নির্ভর আঠারটি শ্লোকের দ্বারা এই বীরাঙ্গনা প্রতিভাময়ী মূত-
ললনা দ্রৌপদীকে, মনস্বিনী, তেজস্বিনী, বাক্পটিয়সী, আদর্শ
ভারতরমনীরূপে প্রদর্শন করেছেন।

3) Give an estimate of Draupadi's statesmanship and perso[nality] as revealed in her speech in the কিরাতার্জুনীয়ম canto – or Give a summary of the speech of দ্রুপদাত্মজা as it is found in the canto – 1 of the Kiratarjuniyam and show that it really conforms to the expression – নৃপস্য মন্যুব্যবসায়দীপিনী ?

=> মহাকবি ভারবি মহাকাব্য রচনায় নিসর্গবর্ণনায়, ছন্দসৃষ্টিতে, বর্ণবিন্যাসে, অর্থগৌরব সৃষ্টিতে যেরূপ অনন্য প্রতিভার অধিকারী সেরূপ চরিত্রচিত্রনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই মহাকাব্যের নায়িকা দ্রুপদরাজতনয় দ্রৌপদী কেবল বীরজায়া নন তিনি বীরাঙ্গনাও বটে। তিনি সম্পদকালে যেমন কুসুমের ন্যায় কোমল স্বভাব, তেমনি আবার বিপদকালে উত্তেজনাপূর্ণ গর্ববহুলা।

নৃপতি যুধিষ্ঠিরের মুখে বনেচরোক্ত শত্রু দুর্যোধনের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের কথা শ্রবন করে দ্রৌপদী মর্মান্তিক ক্ষোভ ও দুঃখে নিজেকে রাখতে না পেরে, নারীজনোচিত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে নৃপতি যুধিষ্ঠিরের শত্রু নিধনে ক্রোধোদ্দীপক বাক্য সমূহ বলতে লাগলেন নৃপস্য মন্যুব্যবসায়দীপিনীরুদাজহার দ্রুপদাত্মজা গিরঃ।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, মদমত্ত হস্তী যেমন পুষ্পের সৌন্দর্য সৌরভাদি গুনের মর্ম বুঝতে না পেরে – নিজ শুঁড় দিয়ে সেই মালা দূরে নিক্ষেপ করে তেমনি কটক দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়, বরন করে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী পূর্বপুরুষগন কর্তৃক শাসিত ও পরিচালিত রাজ্য নিজে শত্রুহস্তে অর্পন করেছেন। এখানে দ্রৌপদীর প্রবল আভিজাত্য ও গৌরবময় এবং আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাকবি অশ্বঘোষ ভগবান বুদ্ধের জীবনী বৃত্তান্তকে কাব্যের রসে অভিষিক্ত করে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এই মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সংখ্যাদর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির অসামান্য দক্ষতা। বৈদর্ভরীতি কবি অশ্বঘোষের ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও প্রসাদগুণযুক্ত। শব্দ প্রয়োগের চাতুর্যে, অলংকারের ঔচিত্যে ছন্দের সুষমায় এবং শব্দের ঝংকারে কাব্যটি সহজে সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

সৌন্দরনন্দ:- সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষের অপর একটি মহাকাব্য। কাব্যটি অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। কপিলাবস্তু নগরী প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিয়ে কাব্যটির সূত্রপাত বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও বুদ্ধের নির্দেশে সেই ধর্মের প্রচার এই কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

কবির সহজাত প্রতিভা ও দার্শনিক প্রজ্ঞার বিরল সমন্বয় ঘটেছে সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে। এই কাব্যে একদিকে যেমন বর্ণিত হয় কামকলার উজ্জ্বলতা, অপরদিকে তেমনি উপস্থিত হয়েছে নিগূঢ় দার্শনিক, তত্ত্বের বিশ্লেষণ। শেষের কয়েকটি সর্গে কবি ধর্মপ্রবক্তার ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানে কবি অনেকটা অনেকটা দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক রূপে অশ্বঘোষের উপস্থিত প্রখর। অথচ কী সহজ তাঁর বক্তব্য। কী আন্তরিক প্রয়োগ কাহিনী উপস্থাপনায়, বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বর্ণনা কুশলতায় 'সৌন্দরনন্দ' যথার্থই মহাকাব্যে হয়ে উঠেছে।

শারিপুত্রপ্রকরণ:- শুধু মহাকাব্য রচনাতেই নয়, নাট্যকার